দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ AUG. ০৪ 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষকদের দাবী এবং সরকারের ঘোষণা

দীর্ঘ একমাস ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জন কর্মসূচীর মাঝখানে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার আংশিক পূরণের ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষকদের মূল দাবী সরকারী বেতন ১০০ ভাগে উন্নীত করার বিষয়টি বাস্তবায়নে বর্তমান জোট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা থাকলেও এ দাবী পূরণে সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষকদের একযোগে ক্লাস বর্জন ও রাজপথে অবস্থানের মত কঠোর কর্মসূচী পালন করতে হয়েছে। সরকারের গড়িমসির কারণে এই যে, সুদীর্ঘ একমাস দেশের প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হলো, এর দ্বারা যে ক্ষতি করা হলো তার দায় কে নেবে? শিক্ষকদের সর্বসম্মত ১০ দফা দাবীর অধিকাংশই অপূর্ণ ও ঝুলন্ত রেখে ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির যে ঘোষণা দেয়া হলো তার সাথে আবার অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দেয়ার ঘোষণা একটি রাজনৈতিক প্রহসন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী তার অনুগত শিক্ষক সংগঠনের সমাবেশে শর্তসাপেক্ষে ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে এসব সংগঠনকে আন্দোলন থেকে শ্রেণীকক্ষে ফিরে যেতে সম্মত করলেও বেশীরভাগ দাবী-দাওয়া অপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি সরকারী ফান্ডে জমাদানের অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দেয়ায় কয়েকটি মূলধারার শিক্ষক সংগঠন এখনো সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রাণের দাবী এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে তার আওতায় ফাজিল-কামিলের ডিগ্রী প্রদান, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রদান, মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যতামূলক আদেশ প্রত্যাহারসহ তাদের দাবীসমূহের অনেক কিছুই এখনো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। দীর্ঘদিন শ্রেণীকক্ষের বাইরে থাকায় শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেই অনেকে এখন ক্লাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও বেশ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন তাদের অন্যান্য দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। এ ক্ষোভ ও অসন্তোষ যে কোন সময় শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

দেশের পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক, তাদের পরিবার ও প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীর স্বার্থ এবং জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের পথকে আরো সুগম করতে শিক্ষক সমাজের সর্বসম্মত দাবীগুলোকে অবশ্যই যথাশীঘ্র ও যথার্থ পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সিংহভাগই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব বেসরকারী মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সারাদেশে কিছু নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন, আনুষঙ্গিক খরচাদি নির্বাহের জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাত্রবেতন তথা টিউশন ফি'র উপর অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয়। তাই শিক্ষকদের ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির শর্ত হিসেবে ছাত্রবেতনের টাকা সরকারী ফান্ডে জমা দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারীভাবে ১০০ ভাগ বেতন দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের টাকা সরকারী ফান্ডে নিয়ে যাবার কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হতে পারে না। মেধাবী শিক্ষক প্রাপ্তির জন্য স্কেলের বাইরেও সম্মানী দিয়ে কোন কোন বিষয়ের শিক্ষক পেতে হয়। এই টাকা সাধারণত টিউশন ফি থেকেই আসে। তা দেয়ার সুযোগ না থাকলে ভাল শিক্ষকই পাওয়া দুষ্কর হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে মেধাবী ও ভাল ফলাফলধারী ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা এখন সময়ের দাবী। এ অবস্থায় বাড়ী ভাড়া, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা ভাতার মত মৌলিক দাবীগুলো অগ্রাহ্য করে ছাত্রবেতন থেকে শিক্ষকদের উপকৃত হওয়ার প্রাপ্য সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করার সরকারী এ সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক সমাজের সাথে প্রতারণার শামিল।

শিক্ষকদের অধিকাংশ দাবীদাওয়ার প্রতি সরকারের নীতিগত সমর্থন এবং ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণায় শিক্ষক সমাজের আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হলেও এর মাধ্যমে দেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসার আশা করা যায় না। মোটকথা শিক্ষাঙ্গনে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের জন্য সরকার যে ঘোষণা দিয়েছে তার দ্বারা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই। সেই হতাশা, সেই ক্ষোভ, সেই অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। ছাত্রদের মুখ চেয়ে ক্লাস চালু হলেও যে কোন সময় সৃষ্টি হতে পারে অচলাবস্থা। তাই '৫ টাকা দিয়ে ১০ টাকা আদায় করে নেব' এই বেনিয়া বুদ্ধির প্যাঁচ পরিহার করে নিঃশর্তভাবে শিক্ষক সমাজের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়া উচিত। সকল শিক্ষক সংগঠনের সকল নেতার সাথে আলোচনা করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়া জরুরী বলে আমরা মনে করি।